চতুর্থ অধ্যায়

উৎপাদন ও সংগঠন

উৎপাদন

উৎপাদন বলতে মূলত উপযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায়। উৎপাদিত দ্রব্য বিনিময় মূল্য থাকে। উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোন দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে। যেমন- আটা, লবণ, পানি, বেলুন ইত্যাদি ব্যবহার করে রুটি বানানো হয়।

উৎপাদনের মাধ্যমে বিভিন্ন উপযোগ পাওয়া যায়। যেমন-

রুপগত উপযোগ

দ্রব্যের রুপ পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন দ্রব্য উৎপাদন করাকেই রূপগত উপযোগ বলে। যেমন - কাঠকে সুবিধামতো পরিবর্তন করে খাট, চেয়ার, টেবিল বানানো হয়। খাট, চেয়ার, টেবিল হল রুপগত উপযোগ।

স্থানগত উপযোগ

কোন কোন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করলে তার উপযোগ বাড়ে। যেমন- বনের কাঠ সাধারণত বনের আশেপাশের লোকজন খড়ি হিসেবে ব্যবহার করে। শহরে আনলে মানুষ এই কাঠ দিয়ে মানুষ আকর্ষণীয় আসবাবপত্র বানাতে পারে- ফলে এর উপযোগ বাড়ে।

সময়গত উপযোগ

কোন কোন ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধানে অনেক জিনিসের উৎপাদন না বাড়লেও উপযোগ বাড়ে। এদেরকে সময়গত উপযোগ বলে। যেমন- পৌষ মাসে ধানের মৌসুমে ফলন বেশি হয়। আবার এই সময় ধানের দাম কম থাকে। এসময় ধানের মজুদ করে ভাদ্র আশ্বিন মাসে বিক্রি করলেবেশি দাম পাওয়া যায়। এখানে ধানের উৎপাদন হ্রাস বা বৃদ্ধি না পেলেও তার উপযোগ বা দাম বৃদ্ধি পাবে।

মালিকানাগত উপযোগ

মালিকানা পরিবর্তন করে অতিরিক্ত উপযোগ সৃষ্টি করা যায়। যেমন- অব্যবহৃত জমি কিনে একজন কৃষক চাষাবাদ করে উৎপাদন করতে পারে অথবা ব্যবহৃত জমি কিনে আরো ভালোভাবে চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে পারে।

উদ্যোক্তা

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যাবতীয় উপকরণ সমূহের সমন্বয় সাধন যিনি করেন তাকে উদ্যোক্তা বলা হয়।

সংগঠন

উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম, মূলধন একত্রিত করে ও তাদের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। এ কাজ যে ব্যক্তি সম্পাদন করে তাকে সংগঠন বা উদ্যোক্তা বলে।

সেবাগত উৎপাদন

মানুষ তার সেবা দ্বারা যে উৎপাদন সৃষ্টি করে তাকে সেবাগত উৎপাদন বলে। শিক্ষক শিক্ষাদান করে শিক্ষিত মানুষ তৈরি করে, ডাক্তার চিকিৎসা দিয়ে মানুষের শরীরকে সুস্থ রাখে বা উৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখে বা বৃদ্ধি করে এগুলোই সেবাগত উৎপাদন।

উৎপাদনের উপকরণ সমূহ

উৎপাদনের উপকরণ মূলত চার ধরনের।

ভূমি

উৎপাদনে সাহায্য করে এমন সব প্রাকৃতিক সম্পদকে বলা হয় ভূমি।

শ্রম

শ্রম হচ্ছে উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম।

মূলধন

উৎপাদনের জন্য পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে মূলধন বলা হয়।

সংগঠন

ভূমি ও মূলধন কে একত্রে করে পরিচালনা করে উৎপাদন কাজে পরিচালনা কে বলা হয় সংগঠন।

সংগঠন

সংগঠন ছাড়া উৎপাদন সম্ভব নয়। উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সংগঠন।এ কাজ যে ব্যক্তি সম্পাদন করে তাই হলো সংগঠক। উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে নীতিনির্ধারণী, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উৎপাদনের কাজের তত্ত্বাবধান পরিবহন ইত্যাদি দায়িত্ব সংগঠনের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। সুতরাং সংগঠন ব্যতীত কিছুতেই উৎপাদন সম্ভব নয়।

ব্যবস্থাপনা

উৎপাদনের উপকরণ সমূহের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো এবং কাজ পরিচালনা করাকে ব্যবস্থাপনা বলা হয়।

একটি ভালো সংগঠনের বৈশিষ্ট্য

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতিঃ সংগঠনের প্রথম ধাপে ব্যবসার উদ্দেশ্য কী হবে তা নির্ধারণ করতে হয়। ব্যবসায়ের কার্যাবলি নির্ধারণ করতে হয়। যেমন- উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, অর্থসংস্থান, শ্রমিক নিয়োগ, শ্রমিক- মালিক সম্পর্ক ইত্যাদি।

ক) কার্যাবলীর বিভাগ নির্ধারন

উৎপাদন বিভাগ, ক্রয় বিভাগ, প্রচার বিভাগ ইত্যাদি।

খ) কর্তব্য বন্টন করতে

প্রতিটি কর্মীর উপর একটি নির্দিষ্ট কাজের ভার অর্পণ করা হয়।

গ) অধিকার ও ভার বন্টন

অধস্তন-কর্মী তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট কাজের কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকে।

মোট উৎপাদন

উৎপাদন বিভিন্ন উপকরণ নিয়োগের দ্বারা যে উৎপাদন পাওয়া যায় তাকে মোট উৎপাদন বলে।

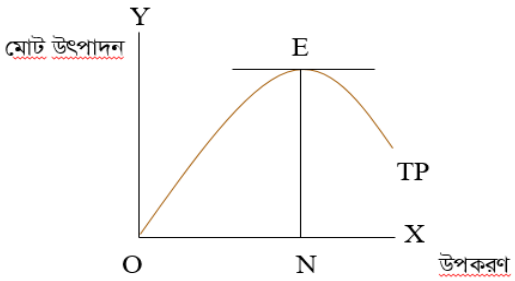

চিত্রে, রেখা দ্বারা মোট উৎপাদন বোঝানো হয়েছে। পরিমাণ উপকরণ নিয়োগ করে বিন্দুতে সর্বোচ্চ পরিমাণ মোট উৎপাদন হয়।

গড় উৎপাদন

মোট উৎপাদনের পরিমাণকে মোট উপকরণ বা উপাদান দ্বারা ভাগ করলে গড় উৎপাদন পাওয়া যায়।

$$\text{মোট উৎপাদন} = \frac{\text{মোট উৎপাদন}}{\text{মোট শ্রম উপকরণ}}$$

গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের সম্পর্ক

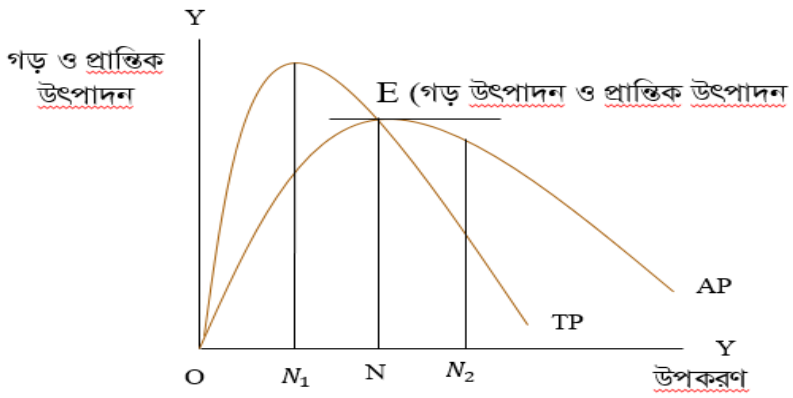

উৎপাদনের প্রথম পর্যায়ে প্রান্তিক উৎপাদন বাড়তে থাকলে গড় উৎপাদনও বাড়তে থাকে। অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন যখন গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশি থাকে, তখন গড় উৎপাদন বাড়ে। এ জন্য প্রান্তিক উৎপাদন রেখা গড় উৎপাদন রেখার উপরে থাকে। যা চিত্রে ON_1 উৎপাদন স্তর নির্দেশ করে।

প্রান্তিক উৎপাদন যখন গড় উৎপাদনের উপরে থাকে, এবং কমতে থাকে তখন গড় উৎপাদন কম হারে বাড়ে। এ অবস্থায় কিছু দূর পর্যন্ত গড় উৎপাদন রেখা প্রান্তিক উৎপাদন রেখার নিচে থাকে এবং বাড়তে থাকে। যা N_1N উৎপাদন স্তরে দেখানো হয়েছে।

এরপর থেকে গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন উভয়ই হ্রাস পেতে থাকে এবং প্রান্তিক উৎপাদন গড় উৎপাদনের চেয়ে কম থাকে। যা NN_2 উৎপাদন স্তর নির্দেশ করে। গড় উৎপাদন সবচেয়ে বেশি হয়, প্রান্তিক উৎপাদন রেখা তখন উৎপাদন রেখার সর্বোচ্চ বিন্দুতে ছেদ করে। অর্থাৎ গড় উৎপাদনের সর্বোচ্চ বিন্দুতে গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান হয়।

প্রান্তিক উৎপাদন

অতিরিক্ত এক একক উপকরণ নিয়োগের ফলে যে অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়া যায়, তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে। যেমন- শ্রমিকের উপকরণ ১০ থেকে ২০ একক বাড়লে মোট উৎপাদন বাড়ে এখানে প্রান্তিক উৎপাদন হলো (২২-১০) = ১২ মণ। আবার শ্রম উপকরণ ২০ থেকে ৩০ একক বাড়লে মোট উৎপাদন ২২ থেকে ৩০ মণ হয়। এক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন হলো (৩০-২২) = ৮ মণ। অর্থাৎ, উৎপাদনের উপকরণ বা শ্রমিক নিয়োগের ফলে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন কৌশল ও অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি উপকরণ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন প্রাথমিকভাবে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। একপর্যায়ে উপকরণটি বাড়ালে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। উপকরণ ব্যবহারের সাথে উৎপাদন বাড়ার এ নিয়মকে অর্থনীতিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে।

ভূমি (বিঘা)	শ্রম (জন)	উপকরণ সংমিশ্রণ	মোট উৎপাদন (মণ)	প্রান্তিক উৎপাদন (মণ)
১ বিঘা	১	ক	১০	১০
১ বিঘা	২	খ	২২	১২
১ বিঘা	৩	গ	৩০	৮
১ বিঘা	৪	ঘ	৩৪	৪

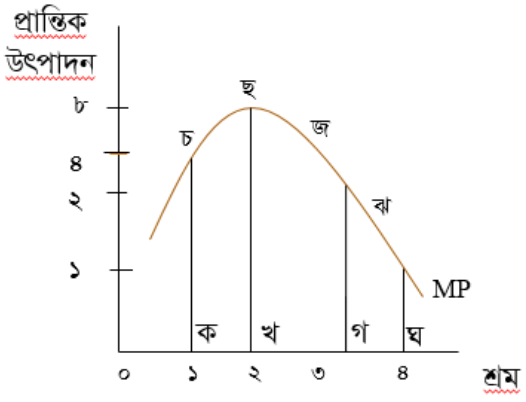

উল্লেখিত সূচিতে দেখা যায়, ১ বিঘা জমিতে প্রথমে ১ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ১০ মণ ফসল উৎপন্ন হয়। এরপর একই পরিমাণ জমিতে ২ জন শ্রমিক নিয়োগ করলে ২২ মণ ফসল উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত এক জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে

(২২-১০) = ১২ মণ ফসল বেশি উৎপন্ন হয়। এই ১২ মণ ফসল হলো অতিরিক্ত শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন। যদি একই পরিমাণ জমিতে আরো একজন বেশি শ্রমিক নিয়োগ করলে মোট উৎপাদন বেড়ে হয় ৩০ মণ। এক্ষত্রে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং প্রান্তিক উৎপাদন বাড়ে (৩০-২২) = ৮ মণ। শ্রমিক যদি আরো একজন বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে মোট উৎপাদন বেড়ে হয় ৩৪ মণ এবং প্রান্তিক উৎপাদন বাড়ে (৩৪-৩০) = ৪ মণ। সুতরাং শ্রমিক নিয়োগের ফলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, একইসাথে প্রান্তিক উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে যথাক্রমে ১২ মণ, ৮ মণ ও ৪ মণ। অর্থ্যাৎ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত রেখে যদি একই পরিমাণ জমিতে অধিক শ্রমিক নিয়োগ করা হয়, তাহলে প্রান্তিক উৎপাদন বাড়ে, কিন্তু কম হারে বাড়ে। উৎপাদন পর্যায়ের এই অবস্থাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বলে।

উল্লেখিত চিত্রে, ১ একক শ্রমিক নিয়োগের পর যদি ২য় শ্রমিক নিয়োগ করা হয় তাহলে অতিরিক্ত শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ৮ একক। যদি আরো শ্রমিক বৃদ্ধি করে ৩ ও ৪ জন নিয়োগ করা হয়। তাহলে তাদের প্রান্তিক উৎপাদন হবে যথাক্রমে ২ ও ১ একক। তাহলে দেখা যায় উৎপাদনক্ষেত্রে অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে যেকোন একটি উপকরণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করলে তার প্রান্তিক উৎপাদন আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকে। অর্থনীতিতে এই অবস্থাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলা হয়।

উৎপাদন ব্যয়

কোন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য উৎপাদনকারী যে অর্থ ব্যয় করে তাকে উৎপাদন ব্যয় বলে।

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয়

কোন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান ভাড়া বা উপকরণ ক্রয়ের জন্য দৃশ্যমান যে ব্যয় করে এদের সমষ্টিকে প্রকাশ্য ব্যয় বলে। যেমন- উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মে কর্মরত মানুষের বেতন ও ভাতাদি, কাঁচামাল, মাধ্যমিক দ্রব্য ক্রযের জন্য ব্যয়, বিভিন্ন ধরনের যেমন- বাড়ি ভাড়া, মূলধনের সুদ ইত্যাদি।

অ-প্রকাশ্য ব্যয় বলতে উদ্যোক্তার নিজের শ্রমের মূল্য ও অন্যান্য সম্পদের খরচ যেমন- নিজ বাড়িতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, কারখানাস্থাপন, অফিস বানানো ইত্যাদি প্রকাশ করে। এ ধরনের ব্যয়ের হিসাব থাকে না। যেমন- ব্যক্তি মালিকানাধীন ফার্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের বেতন পৃথকভাবে হিসাব না করে মুনাফাকে তার সেবায় সেবার পারিশ্রমিক হিসাবে গণনা করে। এক্ষেত্রে মালিকের যে কোনো রকমের ভাতাদি অপ্রকাশ্য হিসেবে গণ্য করা হয়।

ব্যক্তিগত ব্যয়

কোন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সম্পদ বা উপকরণ ক্রয়ের জন্য সরাসরি যে পরিমাণ আর্থিক ব্যয় এবং অপরাপর অপ্রকাশ্য ব্যয় করে এদের সমষ্টিকে ব্যক্তিগত ব্যয় বলে। এক কথায় উৎপাদনের সাথে জড়িত ব্যক্তির সব ধরনের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ব্যয় এর যোগফল হচ্ছে ব্যক্তিগত ব্যয়।

সামাজিক ব্যয়

উৎপাদন করতে গেলে অনেক সময় উৎপাদন প্রক্রিয়ার বাহিরে সমাজের নানা ব্যক্তি অনেক সময় অপ্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন হয় তাকে সামাজিক ব্যয় বলে।